صحيح الدعاء والثناء على الله تعالى

বিশুদ্ধ দুআ ও যিকির

ড. আব্দুল্লাহ ইবনে হামূদ আল-ফুরাইহ

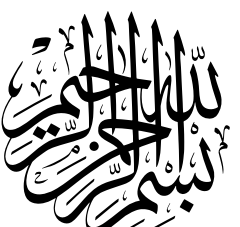
د. عبد الله بن حمود الفريح

- দুআর আদব
- আল্লাহর প্রশংসা
- কুরআনে বর্ণিত দুআ
- নামাজের দুআ
- নবীজীর দুআ
- নবীজীর ইস্তিআযা
- রুকইয়া
- সকাল-সন্ধ্যার দুআ



সংশ্লিষ্ট দুআ ও যিকিরগুলো পেতে শিরোনামের ওপর ক্লিক করুন

doa.eqtidaa.com



ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবায়ে কিরামের ওপর।

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি বিভিন্ন ধরনের দুআর সংকলন। যাতে রয়েছে: আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন, কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহ, শরঈ রুকইয়া, সকাল-সন্ধ্যার দুআ, দুআর আদব ইত্যাদি। দুআগুলো সংকলনের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যাতে করে একজন মুমিনের আমল কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সম্পাদিত হয়।

পাশাপাশি পাঠকের সুবিধার্থে দুআগুলোর মূল আরবী টেক্সটের পাশাপাশি বাংলাতে উচ্চারণ ও অনুবাদ সংযোজন করা হয়েছে। যেসব হাদীস থেকে দুআগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে পুস্তিকার শেষে সেগুলোর মান ও সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন কাজটিকে নিষ্ঠাপূর্ণ এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবায়ে কিরামের ওপর।

ড. আব্দুল্লাহ ইবনে হামূদ আল-ফুরাইহ



দুআ শুরুর আগে

প্রিয় মুসলিম ভাই! আপনি আপনার প্রতিপালকের মুখাপেক্ষী...কিন্তু তিনি আপনার অমুখাপেক্ষী।

আপনার কাছে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত কিছু দুআ তুলে ধরা হচ্ছে...এগুলোর জন্য আপনার হৃদয়কে প্রস্তুত করুন।

এসব দুআ সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। তাই যথাসম্ভব এগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করুন।

এগুলো আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও তাৎপর্যে অনেক বড় ও ভারী।

আপনাকে যেটুকু করতে হবে সেটা হলো, কায়মনো বাক্যে, ব্যকুল হয়ে আপনার প্রতিপালকের কাছে এগুলো তুলে ধরা।

দুআর আদবসমূহ

সর্বপ্রথম: আপনাকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হতে হবে। আপনার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই দুআ কবুল করতে পারেন। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা যাবে না। আল্লাহ ব্যতীত কোনো নবী, অলী, ফিরিশতা, নেককার বান্দা কিংবা পৃথিবীর কারও অসীলা ধরা যাবে না। কারণ তিনি বলেছেন,

﴿فَٱدۡعُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [غافر:١٤]

‘আর তোমরা আল্লাহকে ডাকো তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে’। (গাফের: ১৪)

দুই: মনের মাঝে এ কথা বসিয়ে নিন,

আল্লাহর কাছে দুআ করা একটা বড় ইবাদত এবং পুণ্যের মাধ্যম। দুআ কবুল হোক না হোক পুণ্য মিলবেই।

তিন: আল্লাহর ওপর আস্থা রাখুন। তিনি আপনার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম সেই বিশ্বাস রাখুন। ইয়াকীন রাখুন, আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য আপনাকে সৃষ্টির কাউকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। যে কারণে অবৈধ ওসীলা কিংবা এ জাতীয় সব ধরনের বিদআত থেকে বেঁচে থাকুন।

চার: জেনে রাখুন, গোনাহের মাধ্যমে যতো দূরেই সরে যান আপনার তাওবা এবং প্রত্যাবর্তনে আল্লাহ তাআলা অনেক খুশি হন। তাই মনের মাঝে কখনো নিরাশাকে স্থান দিবেন না। দুআ কবুল হবে না এমন মন্দ ধারণা পোষণ করবেন না। বরং দুআর

সময় আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা স্মরণ রাখুন। তাঁর এ কথা মনে রাখুন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [زمر: ٥٣]

('নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন'),

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ﴾ [بقرة: ١٨٦]

('আর যখন আপনাকে আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তখন তাদেরকে বলে দিন, আমি তাদের সন্নিকটে রয়েছি। যখনই কেউ আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিই')।

পাঁচ: হারাম পন্থায় উপার্জন থেকে বেঁচে থাকুন। কারণ তাতে দুআ কবুল হয় না। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন যে ব্যক্তি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সফর করে। ফলে সে ধুলি ধূসরিত রুক্ষ কেশধারী হয়ে পড়ে। অতঃপর সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে,

«الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟»:

‘হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং আহার্যও হারাম। কাজেই এমন ব্যক্তির দুআ তিনি কী করে কবুল করতে পারে?’

ছয়: দুআর আদব এবং সুন্নাতসমূহের প্রতি যত্নবান থাকা। যেমন:

1 পবিত্র অবস্থায় দুআ করা। তাই উত্তম হলো দুআর আগে অজু করে নেয়া। যেমনটা বুখারী ও মুসলিমে আবু মূসা রা. বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে। যখন আবু মূসা রা. এর চাচা আবু আমের আবু মূসাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দুআ চাইতে বললেন তিনি জানালেন: 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনতে বললেন এবং উযু করলেন। তারপর তাঁর দু'হাত উপরে তুলে তিনি বললেন,

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ، أَبِي عَامِرٍ»

হে আল্লাহ! আপনার প্রিয় বান্দা আবূ আমিরকে ক্ষমা করুন। (হস্তদ্বয় উত্তোলনের কারণে) আমি তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রাংশ দেখতে পেয়েছি। তারপর তিনি বললেন,

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ مِنَ النَّاسِ»:

হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন আপনি তাকে আপনার অনেক মাখলুকের উপর, অনেক মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করুন'। (বুখারী: ৪৩২৩), (মুসলিম: ২৪৯৮)

2 কিবলামুখী হওয়া।

3 দুই হাত তুলে দুআ করা।

উপরের সুন্নাত দু'টির দলীল হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারা সংখ্যায় এক হাজার। আর তার সাহাবীদের সংখ্যা তিনশ' উনিশ জন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হলেন,

এরপর দুই হাত উঁচু করে আওয়াজ করে আপন প্রভুর কাছে দুআ করতে লাগলেন,

«اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي»:

'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা পূর্ণ করুন। হে আল্লাহ! আপনাকে আমাকে দেয়া আপনার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করুন'! (মুসলিম: ১৭৬৩)

4 দুআর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সালাম পেশ করা। এর দলীল রাসূলের সাহাবী ফাজালা ইবনে উবাইদ রা. এর হাদীস। তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সালাম

পাঠ ছাড়াই দুআ শুরু করতে দেখেন। তখন তিনি বলেন: «عَجِلَ هَذَا»: সে তাড়াহুড়া করেছে। অতঃপর তিনি লোকটিকে ডেকে বলেন,

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ»:

‘যখন তোমাদের কেউ নামাজ আদায় করে, তখন সে যেন সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা ও নবীর উপর সালাম পাঠ কর। এরপর যা খুশি দুআ করে’।

তাই দুআর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা (বিশেষত কুরআনের যেসব সূরার শুরুর আয়াতগুলোতে তাঁর প্রশংসা রয়েছে) এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সালাত-সালাম পাঠ করলে সেটা

কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

5 দুআ কবুল হওয়ার সুধারণা রেখে দুআ করা। এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে একদিন আল্লাহ দুআ কবুল করবেনই। আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত হাদীসে এসেছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ»:

‘বান্দার দুআ সর্বদা গৃহীত হয় যদি না সে অন্যায় কাজ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্য দুআ করে এবং (দুআয়) তাড়াহুড়া না করে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! (দুআয়) তাড়াহুড়া করা কি?

«يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ»:

তিনি বললেন, সে বলতে থাকে, কত দুআ করলাম, কিন্তু আল্লাহকে সেগুলো কবুল করতে দেখলাম না। তখন সে ক্লান্ত ও নিরাশ হয়ে পড়ে এবং দুআ পরিত্যাগ করে। (মুসলিম ২৭৩৫)

6 আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামগুলো নিয়ে দুআ করা। দুআর সঙ্গে সংশিষ্ট নামটি নির্বাচনের চেষ্ট করা। যেমন রিযিক চাওয়ার সময় আল্লাহকে ‘ইয়া রাযযাক’ বলে ডাকা। রহমত প্রার্থনার সময় ‘ইয়া রহমান ইয়া রহীম’ বলে ডাকা। ইযযত চাওয়ার সময় ‘ইয়া আজীজ’, মাগফিরাত তথা ক্ষমা চাওয়ার সময় ‘ইয়া গফুর’, শিফা তথা রোগমুক্তি

চাওয়ার সময় 'ইয়া শাফী' নামে ডাকা। কুরআনে এব্যাপারে এসেছে:

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ﴾ [الأعراف:١٨٠]

'আর আল্লাহর রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর নাম। তোমরা তাঁকে সেসব নামে ডাকো' (আ'রাফ: ১৮০)

7 দুআর শব্দগুলো বারংবার বলা এবং অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় সহকারে প্রার্থনা করা। বদর যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআর বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'তিনি দুআ করছিলেন

«اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي»:

'হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ করুন। হে

আল্লাহ! আপনি আমাকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা দান করুন’! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে তাঁর ফরিয়াদ অব্যাহত রাখেন এক পর্যায়ে তার কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যায়! আর আবু বকর রা. বলতে থাকেন, ‘হে আল্লাহর নাবী। আপনার প্রভুর সমীপে আপনার যথেষ্ট পরিমাণ ফরিয়াদ করা হয়েছে’ (মুসলিম ১৭৬৩)। একইভাবে আবু হুরাইরা রা. এর হাদীসে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দাওস কবীলার জন্য দুআ করেছিলেন,

«اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً وائْتِ بهم، اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً وائت بهم»:

‘হে আল্লাহ! আপনি দাওসকে হিদায়াত দান করে (আমার কাছে) নিয়ে আসুন।

হে আল্লাহ আপনি দাওসকে হিদায়াত দান করে নিয়ে আসুন’। (বুখারী ২৯৩৭, মুসলিম ২৫২৪)

৪ গোপনে ও অনুচ্চস্বরে দুআ করা।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

﴿ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةً﴾ [الأعراف: ٥٥]

‘তোমরা বিনয়ের সঙ্গে গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো’ (আ’রাফ: ৫৫)। কারণ দুআ যতো গোপনে হবে তাতে নিষ্ঠার পরিমাণ ততো বেশি থাকবে। একারণে আল্লাহ তাআলা যাকারিয়্যা আ. এর দুআর প্রশংসা করে কুরআনে বলেছেন,

﴿إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيّٗا ٣﴾ [مريم: ٣]

‘যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে ডেকেছিলেন নিভৃতে’ (মারইয়াম: ৩)।

কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, তিনি এভাবে দুআ করেছিলেন ইখলাস তথা নিষ্ঠা থেকে।

9 দুআর মাঝে আল্লাহর প্রশংসা বিদ্যমান থাকা। কারণ আল্লাহ তাআলা বান্দার কাছ থেকে তাঁর প্রশংসা শুনতে চান। এই প্রশংসা বান্দার জন্য ইবাদত এবং তার জন্যই উপকারী। কারণ আল্লাহ গোটা সৃষ্টিকুলের অমুখাপেক্ষী। বান্দার প্রশংসা তার কোনো প্রয়োজন নেই। ইবনে মাসঊদ রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

«وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ»:

‘আল্লাহর প্রশংসা প্রকাশ করার চেয়ে

প্রিয় তাঁর কাছে অন্য কিছু নেই, সেজন্য তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন'।

10 দুআ কবুলের সময়গুলো খুঁজে বের করে সে সময়ে দুআ করা। কুরআন-হাদীসে দুআ কবুলের যেসব জায়গা ও সময় বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: আজান ও ইকামাতের মাঝামাঝি সময়, রাতের শেষ এক তৃতীয়াংশ, জুমুআর দিন, প্রতি ফরজ নামাজের পরবর্তী সময়, সিজদা অবস্থায়, বৃষ্টি নামার সময়, গোপনে মুসলিম ভাইয়ের জন্য দুআ করার সময়, সন্তানের জন্য পিতামাতার দুআ, মুসাফিরের দুআ, মজলুম ব্যক্তির দুআ।

صحيح الدعاء والثناء على الله تعالى

আল্লাহর প্রশংসাসমূহ



পরবর্তী

প্রথম পৃষ্ঠায় ফিরে যান



﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤﴾

[الفاتحة:٢-٤]

(সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি গোটা বিশ্ব জগতের জগতের প্রতিপালক। যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু, বিচার দিনের মালিক।) [ফাতিহা: ২-৪]



﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ جَاعِلِ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيٓ أَجۡنِحَةٖ مَّثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۚ يَزِيدُ فِي ٱلۡخَلۡقِ مَا يَشَآءُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١﴾ [فاطر:١]

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক- তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টি মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান') [ফাতির:১]



﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَۖ﴾ [الأنعام:١]

(‘সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলা যিনি আকাশসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি অন্ধকার ও আলো বানিয়েছেন।) [আনআম: ১]



﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ ١﴾ [سبأ:١]

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নভোমন্ডলে যা আছে এবং ভূমন্ডলে যা আছে সব কিছুর মালিক এবং তাঁরই প্রশংসা পরকালে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।) [সাবা: ১]



«الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ»

‘আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তাইয়েবান মুবারাকান ফীহ’

‘সকল প্রশংসা আল্লাহর। তাঁরই জন্য অগণিত প্রশংসা। পরম বরকতময় তিনি’।

2

«رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ: اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

‘রব্বানা লাকাল হামদু মিলআস সামাওয়াতি ওয়াল আরজি, ওয়া মিলআ মা শিতা মিন্ শাইয়িন বাদু। আহলাস সানায়ি ওয়াল মাজদি, আহাক্কু মা কালাল আবদু। ওয়া কুল্লুনা লাকা আবদুন, আল্লাহুম্মা লা মানিআ লিমা আতাইতা, ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানাতা, ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদি মিন্কাল জাদ্দ’।

‘হে আমাদের প্রতিপালক আপনি আসমান-জমিনসম পরিপূর্ণ প্রশংসার অধিকারী। অতঃপর আপনি যা চান তাও পূর্ণ করে আপনার প্রশংসা। আপনি সকল প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী। আপনার প্রশংসায় বান্দা যা কিছু বলে আপনি তার চাইতে বেশি প্রশংসার অধিকারী। আমরা সবাই আপনার গোলাম; হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই এবং আপনি যা না দেন, তা দান করার শক্তি কারো নেই। ধনবানের ধন ও প্রতিপত্তি আপনার সামনে কোন কাজে আসে না’।



«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ»

‘আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কুল্লুহ, ওয়া ইলাইকা ইয়ারজিউল আমরু কুল্লুহ’।

‘হে আল্লাহ সকল প্রশংসা আপনার জন্যই। সকল বিষয় আপনার কাছেই প্রত্যাবর্তন করে’।



«اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ، وَقَوْلُكَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الحَقُّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، (وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ) وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، (وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ) وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، (أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ) لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

‘আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ, আনতা কাইয়্যিমুস সামাওয়াতি ওয়াল আরজ। ওয়া লাকাল হামদ, আনতা রাব্বুস সামওয়াতি ওয়াল আরজি ওয়া মান ফীহিন্না। আনতাল হাক্ক, ওয়া কাওলুকাল হাক্ক, ওয়া ওয়া’দুকাল হাক্ক, ওয়া লিকাউকাল হাক্ক, ওয়াল জান্নাতু হাক্ক, ওয়ান নারু হাক্ক, (ওয়ান নাবিয়্যুনা হাক্ক, ওয়া মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাক্ক)। ওয়াস সাআতু হাক্ক। আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু, ওয়া বিকা আমানতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াককালতু (ওয়া ইলাইকা আনাবতু), ওয়া ইলাইকা খাসামতু, ওয়া বিকা হাকামতু, ফাগফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়া মা আখখারতু, ওয়া আসরারতু ওয়া আ’লানতু, ওয়ামা আনতা আ’লামু বিহী মিন্নী। (আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখখিরু)। লা ইলাহা ইল্লা আনতা’

‘হে আল্লাহ! আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান যমীন এবং এতদুভয়ের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর মালিক। আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান যমীন এবং এ দু’য়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর নূর। আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি চির সত্য। আপনার বাণী চিরসত্য। আপনার ওয়াদা চির সত্য। আপনার সাক্ষাত সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। (নবীগণ সত্য। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য।) শাফায়াত সত্য। ইয়া আল্লাহ! আপনার কাছেই আমি আত্মসমর্পণ করলাম। আপনার প্রতি ঈমান আনলাম। আপনার উপরেই ভরসা করালাম। (আপনার দিকেই

প্রত্যাবর্তন করলাম)। আপনার (সন্তুষ্টির জন্যই) শত্রুতায় লিপ্ত হলাম, আপনাকেই বিচারক মেনে নিলাম। তাই আপনি আমার পূর্বাপর ও প্রকাশ্য-গোপন সব অপরাধ ক্ষমা করুন। আরও যেসব গোনাহ যা আপনি আমার চেয়ে অধিক অবগত। (আপনিই অগ্র পশ্চাতের মালিক)। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই।'



﴿ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُۖ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٢٦ تُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِۖ وَتُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَتُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّۖ وَتَرۡزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ ٢٧﴾ [آل عمران:٢٦-٢٧]

‘ইয়া আল্লাহ! আপনিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা অপমানে

পতিত করেন। আপনার হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। আপনি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেন। আর আপনিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আনেন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের করেন। আর আপনিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।'

উপরের দুআগুলো মূলত সূরা আলে ইমরানের ২৬ এবং ২৭ নম্বার আয়াত। প্রথম আয়াতের শুরুতে 'কূল' (বলুন) নামে একটি শব্দ রয়েছে। অর্থের সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ করে ইচ্ছাকৃতভাবে সেটা এখানে বাদ দেয়া হয়েছে।



«اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ»

‘আল্লাহুম্মা রব্বাস সামাওয়াতি ওয়া রব্বাল আরজি ওয়া রব্বাল আরশিল আজীম। রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শাইয়িন। ফালিকাল হাব্বি ওয়ান নাওয়া। ওয়া মুনযিলাল তাওরাতি ওয়াল ইনঞ্জীল ওয়াল ফুরকান। আউযুবিকা মিন শাররি কুল্লি শাইয়িন আনতা আখিজুম বিনাসিয়াতিহী। আল্লাহুম্মা আনতাল আউয়াল ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইউন। ওয়া আনতাল আখিরু ফালাইসা বা’দাকা শাইউন। ওয়া আনতায যাহিরু ফালাইসা ফাওক্বাকা শাইউন, ওয়া আনতাল বাতিনু ফালাইসা দুনাকা শাইউন, ইকজি আন্নাদ-দাইনা, ওয়া আগনিনা মিনাল ফাকরি’

‘হে আল্লাহ! আপনি আসমান, যমীন ও মহান আরশের প্রতিপালক। আমাদের প্রতিপালক

ও সব কিছুর পালনকর্তা। আপনি বীজ ও উদ্ভিদের সৃষ্টিকর্তা, আপনি তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকানের অবতীর্ণকারী। আমি আপনার কাছে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই, আপনি তার মস্তক ধারণকারী (নিয়ন্ত্রণকারী)। হে আল্লাহ! আপনিই আদি, আপনার পূর্বে কোন কিছুর (অস্তিত্ব) নেই এবং আপনিই অন্ত, আপনার পরে কোন কিছু নেই। আপনিই যাহির (প্রকাশ্য), আপনার ঊর্ধ্বে কেউ নেই। আপনিই বাতিন (সুপ্ত), আপনার অগোচরে কিছু নেই। আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং দারিদ্র্য থেকে আমাদের অভাবমুক্ত করে দিন'।

6

«اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَأُشْهِدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী উশহিদুকা, ওয়া উশহিদু মালায়িকাতাকা ওয়া হামালাতা আরশিকা, ওয়া উশহিদু মান ফিস-সামাওয়াতি ওয়া মান ফিল আরজি, আন্নাকা আনতাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লা আনতা, ওয়াহদাকা লা শারীকা লাক। ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা’

‘হে আল্লাহ! আপনি আপনাকে, আপনার ফিরিশতাগণকে এবং আপনার আরশ বহনকারীদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, বরং নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবাইকে সাক্ষী রেখে বলছি, নিশ্চয়ই আপনি আমার আল্লাহ, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই। আপনি এক ও অদ্বিতীয়। আপনার কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসূল’।

7

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আনতাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা আনতাল আহাদুস সামাদ। আল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুন লাহু কুফুওয়ান আহাদ’।

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এ বলে প্রার্থনা করছি যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আপনিই একমাত্র আল্লাহ, আপনি একক সত্তা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি কাউকে জন্ম

দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই'।

হাদীসে এসেছে উপরের এই দুআটি আল্লাহর ইসমে আজম। ফলে এর মাধ্যমে দুআ করলে সেটা কবুল হয়, আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে পাওয়া যায়।



«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আজীমুল হালীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আজীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরজি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম’

‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাসপন্ন ও অশেষ ধৈর্যশীল। আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি আরশে আজীমের প্রভু। আল্লাহ ছাড়া আর

কোন মাবুদ নেই। তিনি আসমান-যমীনের প্রতিপালক ও সম্মানিত আরশের মালিক’।

বিপদ-আপদ ও পেরেশানী-অস্থিরতা দূর করার দুআ

9

«اللهُ، اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»

‘আল্লাহ! আল্লাহু রাব্বী, লা উশরিকু বিহী শাইআন’

‘আল্লাহ! আল্লাহ আমার প্রতিপালক। আমি তার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করি না’।

বিপদ-আপদ ও পেরেশানী-অস্থিরতা দূর করার দুআ

10

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ»

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। আল্লাহু আকবার কাবীরা। ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাসীরা। সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আলামীন। লা হাওলা ওয়া কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীযিল হাকীম’

‘আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ

মহান, সর্বাপেক্ষা মহান। আল্লাহরই জন্য যাবতীয় সকল প্রশংসা। তিনি পবিত্র। গোটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার সাধ্য কারো নেই, তিনি পরাক্রমশালী জ্ঞানময়'।

11

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ»

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদু লিল্লাহ। ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম’

‘এক আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনই সব কিছুর উপরে শক্তিমান। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ তাআলা পবিত্র। আল্লাহ ব্যতীত সত্য ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান। গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত’।

12

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, আনজাযা ওয়াদাহু, ওয়া নাসারা আবদাহু, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু’

‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সকল শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন’

13

«اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»

‘আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আনতা। খালাকতানী ওয়া আনা আবদুক। ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়া’দিকা মাস-তাত’তু। আঊযুবিকা মিন শাররি মা সানা’তু। আবুঊ লাকা বিনি’মাতিকা আলাইয়্যা, ওয়া আবূঊ লাকা বিযামবী, ফাগফিরলী। ফা-ইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা’

‘হে আল্লাহ! আপনিই আমার পালনকর্তা। আপনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর আমি আপনারই গোলাম। আর আমি আমার সাধ্যানুযায়ী আপনার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর সুদৃঢ়ভারে কায়েম আছি। আমি আমার কৃতগুনাহের মন্দ পরিণাম থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি। আমার প্রতি আপনার নিয়ামত স্বীকার করছি এবং কৃত গুনাহসমূহও স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কারণ আপনি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউ নেই।’

14

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বি-আন্না লাকাল হামদু, লা ইলাহা ইল্লা আনতাল মান্নান। বাদীউস সামাওয়াতি ওয়াল আরজি। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যূম’

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি। আপনিই সকল প্রশংসার মালিক, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আপনি অনুগ্রহকারী। আপনি আকাশসমূহ ও

পৃথিবীর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা! হে মহা শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, হে চিরঞ্জীব, হে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী'।

হাদীসে এসেছে উপরের এই দুআটি আল্লাহর ইসমে আজম। ফলে এর মাধ্যমে দুআ করলে সেটা কবুল হয়, আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে পাওয়া যায়।

15

«سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَكَ رَبَّنَا»

‘সুবহানাকা মা আ’যামাকা রাব্বানা’

‘আপনি মহা পবিত্র! আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বমহান হে আমাদের প্রতিপালক’!

16

«سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ»

‘সুবহানা যিল জাবারুতি ওয়াল মালাকুতি ওয়াল কিবরিয়া-ই ওয়াল আযামতি’

‘আমি পবিত্রতা ঘোষণা করছি ঐ সত্তার, যিনি মাহাত্ম্য, রাজত্ব, বড়ত্ব ও সম্মানের অধিকারী’।

17

«اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ»

১আল্লাহু আকবার। যুল জাবারুতি ওয়াল মালাকুতি ওয়াল কিবরিয়া-ই ওয়াল আযামতি’

‘আল্লাহ সর্বমহান-তিন বার। তিনি যিনি মাহাত্ম্য, রাজত্ব, বড়ত্ব ও সম্মানের অধিকারী’।



«اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا»

‘আল্লাহু আকবার কাবীরান। ওয়াল আলহামদু লিল্লাহি কাসীরান। ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসীলান’।

‘আল্লাহ সর্বমহান। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সকাল-সন্ধ্যা আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি’।

দুআর মাঝে আল্লাহর প্রশংসার পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব।

«اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

(আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ। কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীম ওয়া আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ)।

صحيح الدعاء والثناء على الله تعالى



কুরআনে বর্ণিত দুআ

পরবর্তী

প্রথম পৃষ্ঠায় ফিরে যান

1

﴿حَسۡبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ١٢٩﴾ [التوبة:١٢٩]

‘আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি। [তাওবা: ১২৯]

2

﴿لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٧﴾ [الأنبياء:٨٧]

‘আপনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। আপনি নির্দোষ আমি গোনাহগার।’ [আম্বিয়া: ৮৭]



﴿رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآءِ ٤٠﴾ [إبراهيم:٤٠]

‘হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা, এবং কবুল করুন আমাদের দোয়া।’ [ইবরাহীম: ৪০]



﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٣٨﴾ [آل عمران:٣٨]

‘হে আমার পালনকর্তা! আপনার নিকট থেকে আমাকে পুত-পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী’। [আলে ইমরান: ৩৮]



﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسۡرَافَنَا فِيٓ أَمۡرِنَا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٤٧﴾ [آل عمران:١٤٧]

‘হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের গোনাহগুলো ক্ষমা করে দিন এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখুন এবং কাফেরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য করুন’। [আলে ইমরান: ১৪৭]



﴿رَّبِّ ٱغۡفِرۡ وَٱرۡحَمۡ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ١١٨﴾ [المؤمنون:١١٨]

‘হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী’। [মুমিনুন: ১১৮]



﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمۡتُ نَفۡسِي فَٱغۡفِرۡ لِي﴾ [القصص:١٦]

‘হে আমার পালনকর্তা, আমি নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন’। [কাসাস: ১৬]



﴿رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٥٠﴾

[البقرة:٢٥٠]

‘হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে ধৈর্য্য সৃষ্টি করে দিন এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন। আর আমাদেরকে সাহায্য করুন কাফের জাতির বিরুদ্ধে। [বাকারা: ২৫০]



﴿رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ ٨﴾

[آل عمران:٨]

‘হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করবেন না। এবং আপনার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান করুন। আপনিই সব কিছুর দাতা’।

[আলে ইমরান: ৮]

10

﴿رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدۡرِي ٢٥ وَيَسِّرۡ لِيٓ أَمۡرِي ٢٦﴾ [طه:٢٥-٢٦]

‘হে আল্লাহ আমার হৃদয়কে উন্মোচন করে দিন। আমার কাজগুলো সহজ করে দিন’। [ত্বহা: ২৫-২৬]

11

﴿مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٨٣﴾ [الأنبياء:٨٣]

‘হে আমার রব’ আমাকে অকল্যাণ স্পর্শ করেছে। আর আপনি সর্বোত্তম অনুগ্রহকারী’। [আম্বিয়া: ৮৩]



﴿رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنۡ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ٩٧ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحۡضُرُونِ ٩٨﴾

[المؤمنون:٩٧-٩٨]

‘হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি’। [মুমিনূন: ৯৭-৯৮]

13

﴿رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٦٥﴾ [الفرقان:٦٥]

‘হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দিন। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ’ [ফুরকান: ৬৫]

14

﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمًاۚ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡنَاۚ رَبَّنَا ٱفۡتَحۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ قَوۡمِنَا بِٱلۡحَقِّ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰتِحِينَ ٨٩﴾ [الأعراف:٨٩]

‘আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহর প্রতিই আমরা ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী’। [আ’রাফ: ৮৯]

15

﴿ٱرۡزُقۡنَا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ١١٤﴾

[المائدة:١١٤]

‘(হে আমাদের প্রতিপালক) আমাদেরকে রিযিক দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা’। [মায়িদা: ১১৪]

16

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةٗ وَهَيِّئۡ لَنَا مِنۡ أَمۡرِنَا رَشَدٗا ١٠﴾ [الكهف:١٠]

‘হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে আপনার নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্যে ন্যায়ের পথ সুগম করে দিন’। [কাহাফ: ১০]



﴿رَبِّ هَبۡ لِي حُكۡمٗا وَأَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ ٨٣﴾ [الشعراء:٨٣]

‘হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন’ [শুআরা: ৮৩]



﴿رَّبِّ زِدۡنِي عِلۡمٗا﴾ [طه:١١٤]

‘হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন’। [ত্বহা: ১১৪]

19

﴿رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلۡتَ إِلَيَّ مِنۡ خَيۡرٖ فَقِيرٞ ٢٤﴾

[القصص:٢٤]

‘হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী।’ [ক্বাসাস: ২৪]

20

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤﴾

[الفرقان: ٧٤]

‘হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের চোখের শীতলতাস্বরূপ স্ত্রী ও সন্তান দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ বানান’। [ফুরকান: ৭৪]

21

﴿رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَدۡخِلۡنِي بِرَحۡمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٩﴾ [النمل:١٩]

‘হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে শক্তি দিন যাতে আমি আপনার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন’।

[নামল: ১৯]

22

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ١٢٧﴾ ﴿وَتُبۡ عَلَيۡنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٨﴾ [البقرة:١٢٧-١٢٨]

(‘হে আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন) (এবং আপনি আমাদের তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী এবং পরম করুণাময়’। [বাকারা: ১২৮-১২৯]

صحيح الدعاء والثناء على الله تعالى

নামাজের দুআ



পরবর্তী

প্রথম পৃষ্ঠায় ফিরে যান

1

«اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ»

‘আল্লাহুম্মা বায়িদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়া কামা বাআদতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিন খাতাইয়া কামা ইউনাক্কাস সাওবুল আবইয়াজু মিনাদ দানাসি। আল্লাহুম্মাগসিলনী মিন খাতাইয়ায়া বিস-সালজি ওয়াল মায়ি ওয়াল বারাদি’

‘হে আল্লাহ! পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে আপনি যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন তেমনি আমার এবং আমার অপরাধসমূহের মধ্যে দূরত্ব করে দিন। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ থেকে আমাকে পবিত্র করুন যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ থেকে আমাকে ধৌত করে দিন বরফ, পানি এবং শিলাবৃষ্টির পানি দ্বারা”।

এটা নামাজের শুরুতে (সানা) পড়ার দুআ

2

«اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»

‘আল্লাহুম্মা রাব্বা জিবরীঈল ওয়া মীকাঈল ওয়া ইসরাফীল, ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরজি, আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি, আনতা তাহকুমু বাইনা ইবাদিকা ফীমা কানূ ফীহি ইয়াখতালিফুন। ইহদিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বি-

ইযনিকা, ইন্নাকা তাহদী মান তাশাউ ইলা সিরাতিম মুস্তাকীম’

‘হে আল্লাহ! জিবরাইল, মীকাইল ও ইসরাফিল (আলাইহিমুস সালাম) এর প্রতিপালক, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা! আপনি আপনার বান্দাদের মাঝে বিতর্কিত বিষয় মীমাংসা করবেন। তাই আমাকে আপনার করুণায় বিতর্কিত বিষয়ে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। নিশ্চয়ই আপনি যাকে চান সঠিক পথে পরিচালিত করেন।’

(নামাজের শুরুতে (সানা) পড়ার দুআ, বিশেষত শেষ রাতের নামাজে পড়া অধিক উত্তম) (তাছাড়া মনে দীনী কোনো বিষয়ে সন্দেহ কিংবা উদ্বেগ তৈরি হলেও পড়া যায়)

3

«وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي

سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

‘ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহী লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরজি হানীফান, ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী, ওয়া নুসুকী, ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু, ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা আনতাল মালিকু লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আনতা রাব্বী ওয়া আনা আবদুকা, যালামতু নাফসী, ওয়া’তারাফাতু বিযামবী, ফাগফিরলী যুনূবী

জামীআ, ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা, ওয়াহদিনী লিআহসানিল আখলাকি লা ইয়াহদী লিআহসানিহা ইল্লা আনতা। ওয়াসরিফ আন্নী সাইয়্যিআহা লা ইয়াসরিফু আন্নী সাইয়্যিআহা ইল্লা আনতা। লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা, ওয়াল খাইরু কুল্লুহূ ফী ইদাইকা, ওয়াশ শাররু লাইসা ইলাইকা, আনা বিকা ওয়া ইলাইকা, তাবারাকতা ওয়া তাআলাইতা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা'

'একনিষ্ঠ হয়ে আমি আমার চেহারা অভিমুখী করলাম সে সত্তার দিকে যিনি আসমানসমূহ ও যমীনসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার সালাত, আমার ইবাদত ও কুরবানী এবং আমার জন্ম ও মৃত্যু রাব্বুল আলামীন

(বিশ্ব প্রতিপালক) আল্লাহর জন্য যার কোন শরীক নেই। আর আমি এ বিষয় আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের একজন। হে আল্লাহ! আপনিই বাদশাহ, আপনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আপনি আমার প্রতিপালক এবং আমি আপনার বান্দা। আমি নিজের উপর যুলুম করেছি এবং আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি। অতএব আমাকে আমার সব গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আপনি ব্যতীত আর কেউই তো ক্ষমাকারী নেই। এবং আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করুন, আপনি ব্যতীত কেউ উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারে না। মন্দ চরিত্র থেকে আমাকে দূরে রাখুন, মন্দ চরিত্রগুলো আপনি ব্যতীত কেউ আমার কাছ থেকে দূরে

সরাতে পারবে না। আপনার নিকটে আমি হাযির! আনুগত্য আপনারই জন্য নিবেদিত! সকল কল্যাণ আপনারই হাতে, অকল্যাণ আপনার প্রতি সম্পৃক্ত নয়। আমি আপনার উপর আস্থাশীল এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। আপনি বরকতময়, আপনি মহামহিম, আপনার কাছে তাওবা সহকারে আত্মসমর্পণ করছি।'

(নামাজের শুরুতে (সানা) পড়ার দুআ, বিশেষত শেষ রাতের নামাজে পড়া অধিক উত্তম)



«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»

‘সুবহানাকাল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগ ফিরলী’

‘হে আল্লাহ আমাদের রব! আপনার প্রশংসা সহ প্রবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন’।

রুকূতে ও সিজদাতে পড়ার দুআ

5

«اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»

‘আল্লাহুম্মা আঊযু বিরিযাকা মিন সাখাতিকা, ওয়া বিমুআফাতিকা মিন উকূবাতিকা, ওয়া আঊযু বিকা মিনকা, লা উহসী সানাআন আলাইকা, আনতা কামা আসনাইতা আলা নাফসিকা’

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাই,

আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আপনার শাস্তি থেকে পানাহ চাই, আপনার করুণার কাছে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতির করুণ ফলাফল থেকে নিরাপত্তা চাই। আমি আপনার প্রশংসা গণনা করে শেষ করতে পারি না, আপনি আপনার প্রশংসারই অনুরূপ'।

সিজদায় পড়ার দুআ

6

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ»

‘আল্লাহুম্মাগফিরলি যামবী কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়া জাল্লাহু ওয়া আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহু, ওয়া আলানিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহু’

‘হে আল্লাহ! আমার স্বল্প এবং অধিক, প্রথম এবং শেষ, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ মাফ করে দিন’।

সিজদায় পড়ার দুআ

7

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا»

‘আল্লাহুম্মাজআল লী ফী কালবী নূরান, ওয়া ফী লিসানী নূরান, ওয়া ফী সাময়ী নূরান, ওয়া ফী বাসারী নূরান, ওয়া মিন ফাওকী নূরান, ওয়া মিন তাহতী নূরান, ওয়া আন ইয়ামীনী নূরান, ওয়া আন শিমালী নূরান,

ওয়া মিন বাইনা ইয়াদাইয়্যা নূরান, ওয়া মিন খালফী নূরান, ওয়াজআল ফী নাফসী নূরান, ওয়াআ'জিম লী নূরান'

'হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে নূর দিয়ে দিন, আমার জিহ্বায় নূর, আমার কানে নূর, আমার চোখে নূর দিন, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার সামনে নূর এবং আমার পিছনে নূর দিন এবং আমার অন্তরে নূর প্রদান করুন এবং আমাকে বিরাট নূর দান করুন'।

(সিজদায় পড়ার দুআ; বিশেষত রাতের নামাজে)

৪

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন আযাবিল কাবরি, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জালি’

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ (কানা) দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে’।

শেষ বৈঠকে সালামের আগে পড়ার দুআ

9

«اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

‘আল্লাহুম্মা আয়িন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা’

‘হে আল্লাহ আমাকে আপনার যিকির (স্মরণ), আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং আপনার সুন্দর ইবাদতের ক্ষেত্রে সাহায্য করুন’।

শেষ বৈঠকে সালামের আগে পড়ার দুআ

10

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

‘আল্লাহুম্মাগফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়া মা আখখারতু, ওয়া আসরারতু ওয়া আ’লানতু, ওয়া মা আসরাফতু, ওয়ামা আনতা আ’লামু বিহী মিন্নী। আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখখিরু। লা ইলাহা ইল্লা আনতা’।

‘হে আল্লাহ! আপনি আমার পূর্বাপর ও প্রকাশ্য-গোপন সকল গোনাহ, আমার

সকল সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করুন। আরও যেসব গোনাহ যা আপনি আমার চেয়ে অধিক অবগত। আপনিই অগ্র পশ্চাতের মালিক। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই।'

শেষ বৈঠকে সালামের আগে পড়ার দুআ

11

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ»

'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল মাসামি ওয়াল মাগরামি'

'হে আল্লাহ! গোনাহ ও ঋনের বোঝা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই'।

শেষ বৈঠকে সালামের আগে পড়ার দুআ



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিনান নারি’

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাইছি’।

শেষ বৈঠকে সালামের আগে পড়ার দুআ

13

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়া আঊযুবিকা মিনাল জুবনি, ওয়া আঊযুবিকা আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি, ওয়া আঊযুবিকা মিন ফিতনাতিদ দুনইয়া ওয়া আঊযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি’

‘হে আল্লাহ! আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আর আমি ভীরুতা থেকে

আপনার আশ্রয় চাই। আর আপনার আশ্রয় চাই বার্ধক্যের অসহায়ত্বের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া থেকে। আমি আপনার আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে'।

শেষ বৈঠকে সালামের আগে পড়ার দুআ

14

«اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরান, ওয়া লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা, ওয়ারহামনী, ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম’

‘হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অধিক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ

ক্ষমা করার কেউ নেই। আপনার পক্ষ থেকে আমাকে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’।

(সিজদা কিংবা শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পরে সালামের আগে পড়ার দুআ)



«اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا»

‘আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসাবান ইয়াসীরান’

‘হে আল্লাহ! আমার হিসাবকে সহজ করুন’!

(সিজদা কিংবা শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পরে সালামের আগে পড়ার দুআ)

16

«رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ»

‘রাব্বী কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাকা’

‘হে আল্লাহ পুনরুত্থানের দিন আপনার শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করুন’!

(সিজদা কিংবা শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পরে সালামের আগে পড়ার দুআ)

صحيح الدعاء والثناء على الله تعالى

নবীজীর দুআ



পরবর্তী

প্রথম পৃষ্ঠায় ফিরে যান

1

«اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

‘আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ-দুনইয়া হাসানাতান, ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়া কিনা আযাবান নার’

‘হে আল্লাহ আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণ দান করুন, আখিরাতের কল্যাণ দান করুন। আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখুন’।

(এটা নবীজী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বহুল পঠিত দুআ)



«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي»

‘আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী, ওয়া আফিনী, ওয়ারযুকনী’

‘হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে অনুগ্রহ করুন। আমাকে হিদায়াত দান করুন। আমাকে সুস্থ রাখুন। আমাকে রিযিক দান করুন’।

(ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কল্যাণ লাভের দুআ)



«اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ»

‘আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা, ওয়া আগনিনী বিফাযলিকা আম্মান সিওয়াকা’

‘হে আল্লাহ! আমাকে আপনার হালালের মাধ্যমে হারাম থেকে দূরে রাখুন। আপনার অনুগ্রহের মাধ্যমে অন্যদের থেকে অমুখাপেক্ষী রাখুন’।

(ঋণ পরিশোধের দুআ)



«اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ» «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»

‘আল্লাহুম্মা মুসাররিফাল কুলূবি সাররিফ কুলূবানা আলা তাআতিকা’। ‘ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূব সাব্বিত কালবী আলা দীনিকা’

‘হে আল্লাহ! হে হৃদয়সমূহকে আবর্তনকারী! তুমি আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর।’ ‘হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।’

(হকের ওপর অটল থাকার দুআ। নবীজী এটা খুব বেশি পড়তেন)



«اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا»

নবীজীর দুআ

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহী আ’জিলিহী ওয়া আজিলিহী, মা আলিমতু মিনহু ওয়া মা লাম আ’লাম। ওয়া আঊযুবিকা মিনাশ শাররি কুল্লিহী, আ’জিলিহী ওয়া আজিলিহী মা আলিমতু মিনহু ওয়া মা লাম আ’লাম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা আবদুকা ওয়া নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ওয়া আঊযুবিকা মিন শাররি মা আযা মিনহু আবদুকা ওয়া নাবিয়্যুকা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়ামা কাররাবা ইলাইহা মিন কাওলিন আও আমালিন, ওয়া আঊযুবিকা মিনান নারি ওয়ামা কাররাবা ইলাইহা মিন কাওলিন আও আমালিন, ওয়া আসআলুকা আন তাজআলা কুল্লা কাজায়িন তাকযীহি লী খাইরান’

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে যাবতীয় কল্যাণ প্রার্থনা করছি, যা তাড়াতাড়ি আসে, যা দেরিতে আসে, যা আমার জানা আছে, যা জানা নেই সবকিছু। আর আমি যাবতীয় মন্দ হতে আপনার আশ্রয় চাইছি- যা তাড়াতাড়ি আগমনকারী আর যা দেরিতে আগমনকারী আর যা আমি জানি আর যা জানি না। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে সেসব কল্যাণ চাচ্ছি যা চেয়েছেন- আপনার বান্দা ও আপনার নবী, আর আপনার কাছে সেসব মন্দ বিষয় থেকে পানাহ চাচ্ছি যা হতে আপনার বান্দা ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহ চেয়েছেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত চাচ্ছি এবং ঐসব কথা ও কাজের তাওফীক চাচ্ছি

যেগুলো আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে। আর আমি জাহান্নাম হতে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি এবং ঐসব কথা ও কাজ হতেও পানাহ চাচ্ছি যেগুলো আমাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেবে। আর আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমার জন্য যেসব ফায়সালা করে রেখেছেন তা আমার জন্য কল্যাণকর করে দিন।'

(এটি একটি পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম দুআ)



«يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ»

‘ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম বিরাহমাতিকা আসতাগীস। আসলিহ লী শানী কুল্লাহু, ওয়ালা তাকিলনি ইলা নাফসী তারফাতা আইনিন’।

‘হে চিরজীবি, হে চিরস্থায়ী! আমি আপনার রহমতের ওয়াসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমার সার্বিক বিষয় সংশোধন করে দিন। আমাকে এক মুহূর্তের জন্য নিজের কাছে সোপর্দ করবেন না।’

(বিপদ ও সংকট কাটানোর দুআ)

7

«اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ بَصَرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আবদুকা ইবনু আবদিকা ইবনু আমাতিক, নাসিয়াতী বিইয়াদিক,

মাযীন ফিইয়্যা হুকমুক, আদলুন ফিয়্যা কাজাউক, আসআলুকা বিকুল্লি ইসমিন হুয়া লাকা সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা আও আনযালতাহু ফী কিতাবিকা আও আল্লামতাহূ আহাদাম মিন খালকিকা, আও ইসতা'সারতা বিহী ফী ইলমিল গাইবি ইনদাকা, আন তাজআলার কুরআনা রবীআ কালবী ওয়া নূরা বাসারী, ওয়া জালাআ হুযনী ওয়া যাহাবা হাম্মী'।

'হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনার বান্দার পুত্র, আপনার দাসীর পুত্র। আমি আপনার হাতের মুঠোয়, আমার অদৃষ্ট আপনার হাতে। আপনার হুকুম আমার ওপর কার্যকর, আপনার আদেশ আমার পক্ষে ন্যায়। আপনার সেসব নামের

ওয়াসীলায় যাতে আপনি নিজেকে অভিহিত করেছেন, অথবা আপনি আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন অথবা আপনি আপনার সৃষ্টির কাউকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, অথবা আপনি গায়বের পর্দায় তা আপনার কাছে অদৃশ্য রেখেছেন- আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনি কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্তকাল, আমার চোখের আলো, অন্তরের ব্যথার প্রতিকার ও পেরেশানী দূর করার হাতিয়ার বানান'!

(পেরেশানী ও অস্থিরতার দুআ)



«اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ»

‘আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জাআলতাহু সাহলা, ওয়া আনতা তাজআলুল হাজনা ইযা শি’তা সাহলা’

‘হে আল্লাহ আপনি সহজ না করলে কোনো কিছুই সহজ নয়। আপনি যখন চান কঠিনকে সহজ করে দেন’।

(কঠিন বিষয় সহজ করার দুআ)



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত তুকা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা’

‘হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে হিদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও ধনাঢ্যতা চাচ্ছি’।



«اللَّهُمَّ اهْدِنِي، وَسَدِّدْنِي»

‘আল্লাহুম্মাহদিনী, ওয়া সাদ্দিদনী’

‘হে আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দিন। আমার কাজগুলো ঠিক করে দিন’।

11

«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ»

‘আল্লাহুম্মা আসলিহলী দীনী আল্লাযী হুয়া ইসমাতু আমরী, ওয়া আসলিহলী দুনইয়ায়া আল্লাতী ফীহা মাআশী, ওয়া আসলিহ লী আখিরাতী আল্লাতী ফীহা মাআদী, ওয়াজআলিল হায়াতা যিয়াদাতান লী ফী কুল্লি খাইরিন, ওয়াজআলিল মাওতা রাহাতান লী মিন কুল্লি শাররিন’।

‘হে আল্লাহ! আপনি আমার দীন পরিশুদ্ধ করে দিন, যে দীন আমার রক্ষাকবচ। আপনি সংশোধন করে দিন আমার দুনিয়াকে, যা আমার জীবিক। আপনি কল্যাণকর করুন আমার আখিরাতকে, যা আমার প্রত্যাবর্তনস্থল। আপনি আমার জীবনকে দীর্ঘায়িত করে দিন প্রত্যেকটি কল্যাণময় কাজের জন্য এবং আপনি আমার মৃত্যু কে সব মন্দ থেকে মুক্তিতে পরিণত করুন’।



«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা’ফু আন্নী’

‘হে আল্লাহ আপনি পরম ক্ষমাশীল। আপনি ক্ষমা পছন্দ করেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন’।

13

«اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا»

‘আল্লাহুম্মাকসিম লানা মিন খাশইয়াতিকা মা তাহূলু বিহী বাইনানা ওয়া বাইনা মা‘আসীকা, ওয়ামিন তাআতিকা মা তুবাল্লিগুনা বিহী জান্নাতাকা, ওয়ামিনাল ইয়াকীনি মা তুহাওবিনু বিহী আলাইনা মাসায়িবাদ দুনইয়া, আল্লাহুম্মা আমতি’না বিআসমাইনা ওয়া আবসারিনা ওয়া ক্যুওয়াতিনা মা আহইয়াইতানা, ওয়াজআলহুল ওয়ারিসা মিন্না, ওয়াজআল সা’রানা আলা মান যালামনা, ওয়ানসুরনা আলা মান আদানা ওয়ালা তাজআল মুসীবাতানা ফী দীনিনা, ওয়ালা তাজআলিদ্ দুনইয়া আকবারা হাম্মিনা, ওয়ালা মাব্লাগা ইলমিনা, ওয়ালা-তুসাল্লিত আলাইনা মান লা ইয়ারহামুনা’

‘হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যে ঐ পরিমাণ আপনার ভীতি-সঞ্চার করুন যা

আমাদের মাঝে ও আপনার নাফরমানীর মধ্যে প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়াবে। আপনার ইবাদাত-আনুগত্যের ঐ পরিমাণ আমাদেরকে দান করুন যা দিয়ে আপনি আমাদেরকে আপনার জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আপনার ওপর আমাদেরকে ঈমানের ঐ পরিমাণ দান করুন যা দিয়ে আপনি দুনিয়ার বিপদাপদ সহজ করে দেবেন। হে আল্লাহ! আমাদের উপকার সাধন করুন আমাদের কানের মাধ্যমে, আমাদের চোখের মাধ্যমে ও আমাদের শক্তির মাধ্যমে, যতক্ষণ আপনি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবেন। আমাদের পরে আমাদের বংশধরদের মধ্যেও সেগুলো জারী রাখুন। আমাদের প্রতিশোধ-প্রতিরোধকে সীমাবদ্ধ রাখুন তাদের ওপর, যারা আমাদের ওপর

যুলম করেছে এবং আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করুন তাদের বিরুদ্ধে, যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। আমাদের দীন সম্পর্কে আমাদেরকে কোন বিপদে ফেলবেন না এবং দুনিয়াকে আমাদের মৌলিক চিন্তার বিষয় ও জ্ঞানের পরিসীমা করবেন না। হে আল্লাহ! যারা আমাদের ওপর দয়া প্রদর্শন করবে না, তাদেরকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিবেন না'।

14

«رَبِّ أَعِنِّي وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الهُدَى لِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْبِتًا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي».

‘রাব্বী আইন্নী ওয়ালা তুইন আলাইয়্যা, ওয়ানসুরনা ওয়ালা তানসুর আলাইয়্যা,

ওয়ামকুর লী ওয়ালা তামকুর আলাইয়্যা, ওয়াহদিনী ওয়া ইয়াসসিরিল হুদা আলাইয়্যা, ওয়ানসুরনী আলা মান বাগা আলাইয়্যা। আল্লাহুম্মাজআলনী লাকা শাক্কারান, লাকা যাক্কারান, লাকা রাহহাবান, লাকা মিতওয়াআন, লাকা মুখবিতান, ইলাইকা আওয়াহাম মুনীবান। রব্বি তাকাব্বাল তাওবাতী, ওয়াগছিল হাওবাতী, আজিব দাও'য়াতী, ওয়াছাব্বিত হুজ্জাতী, ওয়া সাদ্দি লিসানী, ওয়াহদী কালবী, ওয়াসলুল সাখীমাতা সাদরী'

'হে আমার রব্ব! আমাকে সাহায্য করুন, আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন না। আমাকে বিজয় দিন, আমার বিরুদ্ধে শত্রুকে বিজয় দেবে নান। শত্রুর প্রতারণার বিরুদ্ধে আমাকে জবাব দেয়ার তাওফীক দিন, তবে

তাকে আমার উপর প্রতারণার সুযোগ দেবেন না। আমাকে কল্যাণের পথ দেখান, অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার পথকে আমার জন্য সহজ করুন, যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আমাকে আপনার কৃতজ্ঞ ও স্মরণকারী, ভীত ও আনুগত্যকারী, আপনার প্রতি আস্থাশীল ও আপনার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী বানিয়ে দিন। হে রব্ব! আমার তওবা কবুল করুন, আমার সমস্ত গুনাহ ধুয়ে পরিস্কার করুন, আমার ডাকে সাড়া দিন, আমার ঈমান ও 'আমলের প্রমাণে আমাকে কবরে ফিরিশতাদের প্রশ্নে স্থির রাখুন, আমার জিহ্বাকে সদা সত্য বলার তাওফীক দিন, আমার অন্তরকে সরল পথের অনুসারী করুন, এবং আমার হৃদয়কে হিংসা-বিদ্বেষ ও যাবতীয় দোষ হতে মুক্ত রাখুন।'

15

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ফি’লাল খাইরাতি, ওয়া তারকাল মুনকারাতি, ওয়া হুব্বাল মাসাকীন, ওয়াআন তাগফিরা লী ওয়া তারহামানী, ওয়া ইযা আরাদতা ফিতনাতান ফী কাওমিন ফাতাওয়াফানী গাইরা মাফতূনিন, ওয়া আসআলুকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মান ইউহিব্বুকা, ওয়া হুব্বা আমালিন ইউকাররিবু ইলা হুব্বিকা’

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে নেক কাজ করার, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার, মিসকীনের বন্ধুত্ব, আপনার ক্ষমা ও রহমত চাই। আর যখন আপনি কোন জাতির মধ্যে গুমরাহী ছড়াতে চান, তার আগে আমাকে গুমরাহী ছাড়া উঠিয়ে নিন। আমি আপনার কাছে আপনার ভালোবাসা আর ঐ ব্যক্তির ভালোবাসা চাই, যে আপনাকে ভালোবাসে, আর আমি এমন আমলকে ভালোবাসতে চাই যে আমল আমাকে আপনার ভালোবাসার নিকটবর্তী করবে’।

(এই দু’আটি সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘এটা সত্য, সুতরাং তোমরা এটা শেখো এবং শেখাও’)

16

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাস সাবাতা ফিল-আমরি, ওয়াল আযীমাতা আলার রুশদি, ওয়া আসআলুকা মুজিবাতি

রাহমাতিকা ওয়া আযায়িমা মাগফিরাতিকা, ওয়া আসআলুকা শুকরা নিয়'মাতিকা, ওয়া হুসনা ইবাদাতিকা। ওয়া আসআলুকা কালবান সালীমান, ওয়া লিসানান সাদূকান, ওয়া আসআলুকা মিন খাইরি মা তা'লামু, ওয়া আঊযুবিকা মিন শাররি মা তা'লামু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা তা'লামু, ইন্নাকা আনতা আল্লামুল গুয়ূব'

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি কাজে অবিচলতা, সৎপথে দৃঢ়তা, এবং এমন কাজের তাওফীক যা আপনার রহমত ও ক্ষমা নিয়ে আসবে। আমি চাই আপনার দেয়া নিয়ামাতের কৃতজ্ঞতা ও নিষ্ঠার সাথে আপনার ইবাদাত করার যোগ্যতা। আমি আপনার নিকট আরো প্রার্থনা করি সত্যবাদী জিহবা ও বিশুদ্ধ অন্তর। আমি আপনার

নিকট আশ্রয় চাই আপনার জানা সকল মন্দ হতে এবং কামনা করি আপনার জানা সকল কল্যাণ। আমি ক্ষমা চাই আপনার জানা সর্বপ্রকারের অপকর্ম হতে। অবশ্যই আপনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত'।

(হাদীসে এই দুআটিকে স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডারের চেয়েও উত্তম বলা হয়েছে)

17

«اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»

‘আল্লাহুম্মাহদিনী ফিমান হাদাইতা, ওয়াফিনী ফীমান আফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, ওয়া বারিক লী ফীমা আ’তাইতা, ওয়া কিনী শাররা মা কাজাইতা, ইন্নাকা তাকজী ওয়া লা ইউকজা আলাইকা।

ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান ওয়ালাইতা, ওয়া ইয়াইজ্জু মান আদাইতা, তাবারাকতা রাব্বানা ওয়া তাআলাইতা'

'হে আল্লাহ! যাদের আপনি হিদায়াত দান করেছেন, তাদের সাথে আমাকেও হিদায়াত করুন, যাদের আপনি অকল্যাণ থেকে দূরে রেখেছেন তাদের সাথে আমাকেও অকল্যাণ থেকে দূরে রাখুন, যাদের আপনি আপনার অভিভাবকত্বে রেখেছেন তাদের সাথে আমাকেও আপনার অভিভাবকত্বে রাখুন। আপনি যা দিয়েছেন তাতে আপনি বরকত দিন। আপনি আমার তাকদিরে যা রেখেছেন এর অসুবিধা থেকে আমাকে রক্ষা করুন, কারণ আপনিই তো ফয়সালা

দেন, আপনার বিপরীত ফয়সালা দিতে পারে না কেউ। আপনি যার বন্ধু তাকে তো লাঞ্ছিত করতে পারবে না কেউ। আপনি যার শত্রু তাকে সম্মানিত করতে পারবে না কেউ। হে আমার রব! আপনি বরকতময় মহীয়ান।'

18

«اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ»

নবীজীর দুআ

‘আল্লাহুম্মা বিইলমিকাল গাইবা, ওয়া কুদরতিকা আলাল হাক্কি, আহয়িনী মা আলিমতাল হায়াতা খাইরান লী, ওয়া তাওয়াফফানী ইযা আলিমতাল ওয়াফাতা খাইরান লী, ওয়া আসআলুকা খাশইয়াতাকা ফিল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি, ওয়া কালিমাতাল ইখলাসি ফির-রিযা ওয়াল গাজাবি, ওয়া আসআলুকা নাঈমান লা ইয়ানফাদু, ওয়া কুররাতা আইনিন লা তানকাতিউ, ওয়া আসআলুকার রিযা বিল-কাযা, ওয়া বারদাল আইশি বা’দাল মাওতি, ওয়া লাযযাতান নাযারি ইলা ওয়াজহিকা, ওয়াশ শাওকা ইলা লিকায়িকা, ওয়া আউযুবিকা মিন যাররাআ মুযিররাতিন, ওয়া ফিতনাতিন মুযিল্লাতিন, আল্লাহুম্মা যাইয়্যিননা বি-যীনাতিল ঈমান, ওয়াজআলনা হুদাতাম মুহতাদীনা’

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার গায়বের ‘ইলম ও সৃষ্টির উপর আপনার ক্ষমতা রাখার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে ততদিন জীবিত রাখবেন, যতদিন আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর জানেন। আর আমাকে মৃত্যুদান করবেন, যখন আপনি মৃত্যুকে আমার জন্য কল্যাণকর মনে করবেন। হে আল্লাহ আমি প্রার্থনা করছি, আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে যেন আপনাকে ভয় করি, আপনার কাছে সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট অবস্থায় সত্য বলার সাহস চাই। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চাই এমন নিয়ামত যা কখনো নিঃশেষ হবে না। আমি আপনার কাছে আরো চাই চোখের শীতলতা যা কখনো ফুরোবে না।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার হুকুমের উপর পরিতুষ্ট থাকতে চাই। আপনার কাছে চাই মৃত্যুর পরের উত্তম জীবন, (জান্নাতে) আপনার প্রতি দৃষ্টি দেবার স্বাদ গ্রহণ এবং আপনার সাক্ষাতের সৌভাগ্য। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই ক্ষতিকর কষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারী ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সুন্দর করুন, আর আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত ও হিদায়াতের আলোকবর্তিকা বানান'।

19

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফিয়াতা ফিদ দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফী দীনী ওয়া দুনইয়ায়া, ওয়া আহলী ওয়া

মালী, আল্লাহুম্মাসতুর আওরাতী, ওয়া আমিন রাওআতী, আল্লাহুম্মাহফাজনী মিন বাইনা ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী, ওয়া আন ইয়ামীনী, ওয়া আন শিমালী, ওয়া মিন ফাওকী, ওয়া আউযুবি আজামাতিকা আন উগতালা মিন তাহতী'

'হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আমার দীন ও দুনিয়া, আমার পরিবার ও ধন-সম্পদ সবকিছুতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ আপনি আপনার গোপন বিষয়গুলো ঢেকে রাখুন। ভয় থেকে আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাকে আমার সামনে, পেছনে, ডানে, বামে, উপরে থেকে

হেফাজত করুন। আর আমাকে আপনার মাহাত্ম্যের বদৌলতে নিচ থেকে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করুন'।

صحيح الدعاء والثناء على الله تعالى



নবীজীর ইস্তিআযা



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শাররি মা আমিলতু ওয়া শাররি মা লাম আ’মাল’

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমি যা করেছি এবং যা করিনি সার্বিক বিষয়ের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই’।

(নবীজী সা. এর বহুল পঠিত দুআ)



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ’লামু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা লা আ’লামু’

‘হে আল্লাহ আমি জ্ঞাতসারে আপনার সঙ্গে শিরক করা থেকে পানাহ চাই। আর অজ্ঞাতসারে কোনো অপরাধ করলে সেটার জন্য ক্ষমা চাই’।

(রিয়া দূর করার দুআ)



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন যাওয়ালি নি’মাতিকা, ওয়া তাহাওউলি আফিয়াতিকা, ওয়া ফুজাআতি নিকমাতিকা, ওয়া জামিয়ী সাখাতিকা’

‘হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই আপনার নিয়ামত সরে যাওয়া, আপনার ক্ষমা উঠে যাওয়া, আপনার আকস্মিক প্রতিশোধ এবং সব রকমের অসন্তুষ্টি থেকে’।



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ، وَالأَعْمَالِ، وَالأَهْوَاءِ، وَالْأَدْوَاءِ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাকি ওয়াল আ’মালি ওয়াল আহওয়ায়ি ওয়াল আদওয়ায়ি’

‘হে আল্লাহ আমি সব ধরনের মন্দ চরিত্র, মন্দ কাজ, মন্দ স্বভাব এবং মন্দ রোগ-ব্যাধি থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই’।



«اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন জাহদিল বালা, ওয়া দারাকিশ শাকা, ওয়া সুয়িল কাজা, ওয়া শামাতাতিল আ’দা’

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কঠিন দুরবস্থা, দুর্ভাগ্যের নাগাল, মন্দ ভাগ্য এবং দুশমনের উপহাস থেকে পানাহ চাই’।

6

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল আজযি, ওয়াল কাসালি, ওয়াল জুবনি, ওয়াল বুখলি, ওয়াল হারামি, ওয়া আজাবিল কাবরি, আল্লাহুম্মা আতি নাফসী তাকওয়াহা, ওয়া যাক্কিহা আতা খাইরু মান যাক্কাহা, আনতা

ওয়ালিয়্যুহা ওয়া মাওলাহা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিন ইলমিন লা ইয়ানফাউ, ওয়া মিন কালবিন লা ইয়াখশাউ, ওয়া মিন নাফসিন লা তাশবাউ, ওয়া মিন দা'ওয়াতিন লা ইউসতাজাবু লাহা'

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কছে আশ্রয় চাই, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আপনার আমার নফসে (অন্তর) তাকওয়া দান করুন এবং একে পরিশুদ্ধ করে দিন। আপনি একে সর্বোত্তম পরিশোধনকারী, আপনিই এর মালিক ও এর অভিভাবক। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অনুপকারী ইলম থেকে ও ভয় ভীতিহীন কলব থেকে; অতৃপ্ত নফস থেকে ও এমন দুআ থেকে যা কবুল হয় না'।

7

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি, ওয়াল আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি, ওয়া জালাউদ দাইনি ওয়া গালাবাতুর রিজালি’

‘ইয়া আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণভার ও লোকজনের সীমালঙ্ঘন থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি।’



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিন শাররি সাময়ী, ওয়া মিন শাররি বাসারী, ওয়া মিন শাররি লিসানী, ওয়া মিন শাররি কালবী, ওয়া মিন শাররি মানিয়্যী’

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার কর্ণ, চক্ষু, রসনা, অন্তর এবং যৌনাঙ্গের অনিষ্ট থেকে শরণ চাচ্ছি’।

9

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিন ফিতনাতিন নারি ওয়া মিন আযাবিন নারি, ওয়া আঊযুবিকা মিন ফিতনাতিল কাবরি, ওয়া আঊযুবিকা মিন আজাবিল কাবরি, ওয়া আঊযুবিকা মিন ফিতনাতিল গিনা, ওয়া আঊযুবিকা মিন ফিতনাতিল ফাকরি, ওয়া আঊযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ-দাজ্জালি’

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের ফিতনা ও আযাব থেকে। আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি কবরের ফিতনা ও আযাব থেকে। আমি আপনার শরণ চাচ্ছি ধনাঢ্যতার ফিতনা থেকে। আমি পানাহ চাচ্ছি দারিদ্যের ফিতনা থেকে। আমি আশ্রয় চাচ্ছি মাসীহ (কানা) দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে’।

10

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিইযযাতিকা, লা ইলাহা ইল্লা আনতা আন তুযিল্লানী, আনতাল হাইউল্লাযী লা ইয়ামুতু, ওয়াল জিন্নু ওয়াল ইনসু ইয়ামুতুনা’

‘হে আল্লাহ আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার ইযযতের অসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি, আমাকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করুন। আপনি চিরঞ্জীব, মৃত্যুহীন। মানুষ ও জ্বিন মরণশীল’।

11

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল বারাসি, ওয়াল জুনুনি, ওয়াল জুযামি, ওয়া মিন সাইয়িয়িল আসকামি’

‘ইয়া আল্লাহ! আমি শ্বেত (কুষ্ঠ) রোগ হতে, পাগ্‌লামী হতে, চর্মরোগ হতে এবং সবধরনের মন্দ ব্যাধি হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি’।

12

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السَّوْءِ، وَمِنْ لَيْلَةِ السَّوْءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السَّوْءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السَّوْءِ، وَمِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ»

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ইয়াওমিস সাওয়ি, ওয়া মিন লাইলাতিস সাওয়ি, ওয়া মিন সাআতিস সাওয়ি, ওয়া মিন সাহিবিস সাওয়ি, ওয়া মিন জারিস সাওয়ি ফী দারিল মুকামাতি’

‘হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে মন্দ দিন, মন্দ রাত, মন্দ সময়, মন্দ সঙ্গী এবং মন্দ প্রতিবেশীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি’।



«أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»

‘আঊযুবিল্লাহি মিনাল ফিতানি, মা যাহারা মিনহা ওয়া বাতানা’

‘আমি আল্লাহর কাছে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের ফিতনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি’।

صحيح الدعاء والثناء على الله تعالى

রুকইয়া ও অজিফা



পরবর্তী

প্রথম পৃষ্ঠায় ফিরে যান

1

সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করা

﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٢ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧﴾ [الفاتحة:١-٧]

আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি শুরু করছি

আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখান। সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। আমীন’

2

একবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করা

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ٢٥٥﴾ [البقرة:٢٥٥]

‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও

স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান'। [বাকারা: ২৫৫]



সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে দুই হাতে ফুঁ দিয়ে ব্যথার স্থান মালিশ করা। এভাব তিন বার করা।

﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤﴾ [سورة الإخلاص]

‘বল, তিনিই আল্লাহ এক! আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই’!

﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ١ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ٢ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ ٤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥﴾ [سورة الفلق]

‘বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে। অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়। গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে। এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে’।

﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ٣ مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ ٤ ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٦﴾ [سورة الناس]

‘বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার। মানুষের অধিপতির। মানুষের মাবুদের। তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে’।

4

«اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَاسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا»

‘আল্লাহুম্মা রাব্বান নাসি, আযহিবিল বা’সা, ইশফি আনতাশ শাফী, লা শিফায়া ইল্লা শিফাউকা, শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকমান’

‘কষ্ট দূর করে দিন হে মানুষের রব, শেফা দান করুন। আপনিই একমাত্র শেফাদানকারী। আপনার শেফা ব্যতীত অন্য কোন শেফা নেই। এমন শেফা দান করুন যা সামান্য রোগকেও অবশিষ্ট না রাখে।’

(ডান হাতে ব্যথার জায়গা কিংবা অসুস্থ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে দুআটি পড়া হবে)



«بِسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا»

‘বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরজিনা, বিরীকাতি বাযিনা, ইয়াশফী সাকীমানা, বিইযনি রাব্বিনা’

‘আল্লাহর নামে আমাদের দেশের মাটি এবং আমাদের কারও থুথু আমাদের রোগীকে আরোগ্য দান করে থাকে’।

হাতের আঙুলে সামান্য থুথু নিয়ে সেটাতে মাটি মাখাবে। এরপর সেটা আহত স্থানে কিংবা ব্যক্তির গায়ে লাগিয়ে দুআটি পড়বে।

6

«بِاسْمِ اللهِ» «أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»

‘(বিসমিল্লাহ) (আউযুবি ইজ্জাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু)’

‘আল্লাহর নামে’, ‘আল্লাহ এবং তাঁর কুদরতের শরণাপন্ন হচ্ছি যা আমি অনুভব করি এবং যা আশঙ্কা করি, তার অকল্যাণ থেকে’।

(ব্যাথার «بسم الله» জায়গায় হাত রেখে প্রথমে তিনবার ‘বিসমিল্লাহ’ «أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ». পড়বে। এরপর ৭ বার শেষোক্ত দুআটি পাঠ করবে)

7

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ»

‘আঊযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাহ, মিন কুল্লি শাইতানিন ওয়া হাম্মাহ, ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মাহ’

‘আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাত (তথা তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম এবং কুরআনের আয়াত) দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি’।



«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

‘আঊযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাহ, মিন শাররি মা খালাকা’

‘আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাত (তথা তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম এবং কুরআনের আয়াত) দ্বারা তার সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই’।



«بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فِي الْأَرْضِ، وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»

‘বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াযুররু মাআসমিহী শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামায়ি ওয়া হুয়াস-সামীউল আলীম’

‘আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে যার নামের সাথে পৃথিবীর ও আকাশের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।’

(তিনবার বলবে)

10

«بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ»

‘বিসমিল্লাহি আরক্বীকা, মিন কুল্লি শাইয়িন ইউযীকা, ওয়া মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও আইনি হাসিদিন, আল্লাহু ইয়াশফীকা, বিসমিল্লাহি আরক্বীকা’

‘আমি তোমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু থেকে এবং প্রত্যেক আত্মা অথবা বদনজরের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে ঝাড়ছি। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়ছি।’

11

«أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ»

‘আসআলুল্লাহাল আজীম, রাব্বাল আরশিল আজীম আন ইয়াশফিয়াকা’

‘সম্মানিত আরশের প্রভু মহান আল্লাহর নাম নিয়ে প্রার্থনা করছি তিনি তোমাকে সুস্থ করে দিন’।

(৭ বার পড়বে। আর যদি নিজের জন্য পড়ে তবে শেষে ‘আন ইয়াশফিয়াকা’ এর স্থলে পড়বে ‘আন-ইয়াশফিয়ানী’)

শরঈ রুকইয়ার কিছু শর্ত ও আদাব রয়েছে। সেগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি। তন্মধ্যে:



রুকইয়া পুরোপুরি কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর হতে হবে। রুকইয়াতে উচ্চারিত শব্দ কিংবা রুকইয়া করার পন্থা সব ধরনের শিরক, বিদআত ও হারাম থেকে মুক্ত হতে হবে।



মুসলিমের আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু থাকবে আল্লাহ তাআলাকে ঘিরে। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া রুকইয়ার ভালো-মন্দ কিছু করার ক্ষমতা নেই।



আধাআধি বিশ্বাস রেখে পরীক্ষামূলক রুকইয়া করবে না। বরং রুকইয়ার প্রভাবের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে রুকইয়া করবে। যিনি করছেন এবং যার জন্য করা হচ্ছে উভয়েরই দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যে আল্লাহ এর মাধ্যমে সুস্থ করে দিতে পারেন!



নিঃসন্দেহে কুরআনে বিদ্যমান প্রত্যেকটি আয়াতই ঔষধ। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء:٨٢]

(আর আমি কুরআনে শিফা এবং মুমিনদের জন্য রহমত অবতীর্ণ করি')। বাদবাকি যেসব আয়াতের মাধ্যমে রুকইয়া প্রমাণিত সেসব আয়াতের মাধ্যমেই করা উত্তম।



সবচেয়ে উত্তম হলো নিজের রুকইয়া নিজে করা। এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বান্দার দুর্বলতা ও মুখাপেক্ষিতা ফুটে ওঠে ফলে এর প্রভাবও বেশি হয়ে থাকে। কারণ রুকইয়া করার সময় অন্তরের অবস্থা ও নিষ্ঠার বিষয়টি ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ।

صحيح الدعاء والثناء على الله تعالى



সকাল-সন্ধ্যার দুআ

পরবর্তী

প্রথম পৃষ্ঠায় ফিরে যান



«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর’

‘এক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, সার্বভোমত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল’।

১০ বার

2

«أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرِ مَا فِي هَذَا الْيَوم، وَخَيْر مَا بعدِه، وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذا اليَوم، وَشَر مَا بَعْدِه، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْر»

‘আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহ, ওয়াল হামদু লিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়া হুআ আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা

মিন খাইরি মা ফী হাযাল ইয়াওম, ওয়া খাইরি মা বা'দাহু, ওয়া আঊযুবিকা মিন শাররি মা ফী হাযাল ইয়াওমি, ওয়া শাররি মা বা'দাহু, আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল কাসালি, ওয়াল হারামি, ওয়া সুয়িল কিবার, ওয়া ফিতনাতিদ দুনইয়া ওয়া আজাবিল কাবরি'

'আমাদের সকাল হয়েছে, সকালের রাজত্ব আল্লাহর। সকল প্রশংসা আল্লাহর। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ আমি এই দিনের ও এদিনের পরের সমস্ত কল্যাণ প্রার্থনা করছি আপনার কাছে। এবং এই দিনের ও এ দিনের পরের সকল অকল্যাণ থেকে আশ্রয়

চাচ্ছি আপনার কাছে। হে প্রভু! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আলস্য থেকে, অতিবার্ধক্যের অকল্যাণ থেকে, দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আজাব থেকে'।

সকালে বলবে

«أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرِ مَا فِي هَذَه اللَّيْلَةِ، وَخَيْرِ مَا بعدِها، وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذه اللَّيْلَةِ، وَشَر مَا بَعْدِها، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ»

'আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহ।

ওয়াল হামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খাইরি মা ফী হাযিহিল লাইলাতি ওয়া খাইরি মা বা'দাহা, ওয়া আঊযুবিকা মিন শাররি মা ফী হাযিহিল লাইলাতি ওয়া শাররি মা বা'দাহা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিনাল কাসালি, ওয়াল হারামি, ওয়া সুয়িল কিবারি, ওয়া ফিতনাতিদ দুনইয়া ওয়া আজাবিল ক্বাবরি'।

'আমাদের সন্ধ্যা হয়েছে, সন্ধ্যার রাজত্ব আল্লাহর। সকল প্রশংসা আল্লাহর। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ আমি এই দিনের ও এদিনের

পরের সমস্ত কল্যাণ প্রার্থনা করছি আপনার কাছে। এবং এই দিনের ও এ দিনের পরের সকল অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি আপনার কাছে। হে প্রভু! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আলস্য থেকে, অতিবার্ধক্যের অকল্যাণ থেকে, দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আজাব থেকে'।

সন্ধ্যায় বলবে

3

«اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»

‘আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আনতা। খালাকতানী ওয়া আনা আবদুক। ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়া’দিকা মাস-তাত’তু। আঊযুবিকা মিন শাররি মা সানা’তু। আবুঊ লাকা বিনি’মাতিকা আলাইয়্যা, ওয়া আবূঊ লাকা বিযামবী, ফাগফিরলী। ফা-ইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা’।

‘হে আল্লাহ! আপনিই আমার পালনকর্তা। আপনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর আমি আপনারই গোলাম। আর আমি আমার সাধ্যানুযায়ী আপনার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর সুদৃঢ়ভারে কায়েম আছি। আমি আমার কৃতগুনাহের মন্দ পরিণাম থেকে আপনারা কাছে পানাহ চাচ্ছি। আমার প্রতি আপনার নিয়ামত স্বীকার করছি এবং কৃত গুনাহসমূহও স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কারণ আপনি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউ নেই।’



«اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ»

‘আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা, ওয়া বিকা আমসাইনা, ওয়া বিকা নাহইয়া, ওয়া বিকা নামূতু, ওয়া ইলাইকাল মাসীর’

‘হে আল্লাহ! আপনারই হুকুমে আমাদের সকাল হল এবং আপনারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়, আপনারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, আপনারই হুকুমে আমরা মৃত্যু বরণ করব এবং আপনারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল’।

সকালে বলবে

«اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ»

‘আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা, ওয়া বিকা আসবাহনা, ওয়া বিকা নাহইয়া, ওয়া বিকা নামূতু, ওয়া ইলাইকান নুশূর’

হে আল্লাহ! আপনার হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হল, আপনারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, আপনারই হুকুমে আমরা মৃত্যু বরণ করব এবং আপনারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন।

সন্ধ্যায় বলবে

5

«اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ»

‘আল্লাহুম্মা ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাহ, লা ইলাহা ইল্লা আনতা, রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালিকাহ, আঊযুবিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া মিন শাররিশ শাইতানি ওয়া শিরকিহী, ওয়া আন আকতারিফা আলা নাফসী সূআন আও আজুররাহূ ইলা মুসলিমিন’।

‘হে আল্লাহ! আকাশমন্ডলি ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, কোনো ইলাহ নেই আপনি ছাড়া, যিনি প্রত্যেকটি বস্তুর প্রভু ও মালিক। আমি আপনার কাছেই পানাহ চাই আমার নফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট এবং তার শিরক থেকে, আমার ব্যাপারে অকল্যাণকর কোন কিছু করা থেকে বা অন্য কোন মুসলিমের ক্ষতি করা থেকে’।



«بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»

‘বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াযুররু মাআসমিহী শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামায়ি ওয়া হুয়াস-সামীউল আলীম’

‘আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে যার নামের সাথে পৃথিবীর ও আকাশের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।’

৩ বার



«رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا»

‘রাযীতু বিল্লাহি রাব্বান, ওয়া বিল ইসলামি দীনান, ওয়াবি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যান’

‘আমি স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহকে রব, ইসলামকে আমার দ্বীন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নবী মেনে নিয়েছি’।

৪

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي»

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফিয়াতা ফিদ দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফী দীনী ওয়া দুনইয়ায়া, ওয়া আহলী ওয়া

মালী, আল্লাহুম্মাসতুর আওরাতী, ওয়া আমিন রাওআতী, আল্লাহুম্মাহফাজনী মিন বাইনা ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী, ওয়া আন ইয়ামীনী, ওয়া আন শিমালী, ওয়া মিন ফাওকী, ওয়া আউযুবি আজামাতিকা আন উগতালা মিন তাহতী'

'হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আমার দীন ও দুনিয়া, আমার পরিবার ও ধন-সম্পদ সবকিছুতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ আপনি আপনার গোপন বিষয়গুলো ঢেকে রাখুন। ভয় থেকে আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাকে আমার

সামনে, পেছনে, ডানে, বামে, উপরে থেকে হেফাজত করুন। আর আমাকে আপনার মাহাত্ম্যের বদৌলতে নিচ থেকে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করুন’।



«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

‘আঊযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাহ, মিন শাররি মা খালাকা’

‘আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাত (তথা তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম এবং কুরআনের আয়াত) দ্বারা তার সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই’।

10

«أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ»

‘আসবাহনা আলা ফিতরাতিল ইসলাম, ওয়া কালিমাতিল ইখলাস, ওয়া দীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া মিল্লাতি আবীনা ইবরাহীমা হানীফা, ওয়া মা কানা মিনাল মুশরিকীন’।

‘আমরা ইসলামের ফিতরাতের উপর ও কালিমায়ে তাওহীদের সাথে সকাল করলাম এবং আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীনের উপর ও ইব্রাহীম (আঃ)-এর মিল্লাতের উপর, আর তিনি মুশরিক ছিলেন না’।

সকালে বলবে

«أَمْسَيْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ»

‘আমসাইনা আলা ফিতরাতিল ইসলাম, ওয়া কালিমাতিল ইখলাস, ওয়া দীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া মিল্লাতি আবীনা ইবরাহীমা হানীফা, ওয়া মা কানা মিনাল মুশরিকীন’।

‘আমরা ইসলামের ফিতরাতের উপর ও কালিমায়ে তাওহীদের সাথে ভোরে সন্ধ্যা করলাম এবং আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীনের উপর ও ইব্রাহীম (আঃ)-এর মিল্লাতের উপর, আর তিনি মুশরিক ছিলেন না’।

সন্ধ্যায় বলবে



«يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ»

‘ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম বিরাহমাতিকা আসতাগীস। আসলিহ লী শানী কুল্লাহু, ওয়ালা তাকিলনি ইলা নাফসী তারফাতা আইনিন’।

‘হে চিরজীবি, হে চিরস্থায়ী! আমি আপনার রহমতের ওয়াসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমার সার্বিক বিষয় সংশোধন করে দিন। আমাকে এম মুহূর্তের জন্য নিজের কাছে সোপর্দ করবেন না।’



«حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرشِ الْعَظِيمِ»

‘হাসবি আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, আলাইহি তাওয়াককালতু ওয়া হুআ রাব্বুল আরশিল-আযীম’

‘আমার জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁরও ওপর আমি ভরসা করেছি। তিনি মহান আরশের অধিপতি’।

৭ বার



পূর্ববর্তী

প্রথম পৃষ্ঠায় ফিরে যান

হাদীসের তাখরীজ

এক. আল্লাহর প্রশংসা-সংবলিত হাদীসের তাখরীজ

1. মুসলিম (৬০০)
2. মুসলিম (৪৭৭)
3. শুআবুল ঈমান বাইহাকী (৪০৮৭), সহীহুত তারগীবে আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন (১৫৭৬)
4. বুখারী (১১২০), (৭৪৪২), মুসলিম (৭৬৯)
5. মুসলিম (২৭১৩)
6. মুসতাদরাক হাকেম (১৯২০), সিলসিলা সহীহা (২৬৭)
7. আবু দাউদ (১৪৯৩), তিরমিযী (৩৪৭৫) হাসান বলেছেন, আলবানী সহীহ বলেছেন মিশকতুল মাসাবীহ (২/৭০৮)

৪ বুখারী (৬৩৪৫), মুসলিম (২৭৩০)

৯ আবু দাঊদ (১৫২৫), ইবনে মাজাহ (৩৩৮২), আলবানী সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব এ হাসান সহীহ বলেছেন (১৮২৪)

১০ মুসলিম (২৬৯৬)

১১ ইবনে মাজাহ (৩৮৭৮), ইবনে মাজাহর তাখরীজে আলবানী সহীহ বলেছেন

১২ মুসলিম (১২১৮)

১৩ বুখারী (৬৩০৬)

১৪ আবু দাঊদ (১৪৯৫), তিরমিযী (৩৫৪৪), মিশকাতুল মাসাবীহের তাখরীজে আলবানী সহীহ বলেছেন (২/৭০৮)

১৫ তাবারানীর আওসাত (৭৩২৪), আলবানী তারগীবে সহীহ বলেছেন (১৮৩৯)

১৬ আহমদ (৬/২৪), আবু দাঊদ (৮৭৩), মিশকাতুল মাসাবীহের তাখরীজে আলবানী সহীহ বলেছেন (১/১৯২)

17. আবু দাঊদ (৮৭৪), নাসায়ী (১০৬৯), নাসায়ীর তাখরীজে আলবানী সহীহ বলেছেন (৩/২৮৯)
18. মুসলিম (৬০১)

দুই: নামাজের দুআর হাদীসের তাখরীজ

1. বুখারী (৭৪৪), মুসলিম (৫৯৮)
2. মুসলিম (৭৭০)
3. মুসলিম (৭৭১)
4. বুখারী (৭৯৪), মুসলিম (৪৮৪)
5. মুসলিম (৪৮৬)
6. মুসলিম (৪৮৩)
7. বুখারী (৬৩১৬), মুসলিম (৭৬৩)
8. বুখারী (১৩৭৭), মুসলিম (৫৮৮)
9. আবু দাঊদ (১৫২২), নাসায়ী (১৩০৩), মিশকাতুল মাসাবীহের তাখরীজে আলবানী সহীহ বলেছেন (১/২৯৯)
10. মুসলিম (৭৭১)

11. বুখারী (৭৯৮), মুসলিম (৫৮৯)
12. আবু দাউদ (৭৯২), ইবনে মাজাহ (৯১০), জামে' সাগীরের তাখরীজে আলবানী সহীহ বলেছেন (১/৬০৪)
13. বুখারী (২৮২২), (৬৩৯০)
14. বুখারী (৮৩৪), মুসলিম (২৭০৫)
15. মুসতাদরাকে হাকেম (১৯০) সহীহ বলেছেন
16. মুসলিম (৭০৯)

তিন. নবীজীর দুআর হাদীসের তাখরীজ

1. বুখারী (৬৩৮৯), মুসলিম (২৬৯০)
2. মুসলিম (২৬৯৭)
3. তিরমিযী (৩৫৬৩) হাসান বলেছেন, আলবানী সহীহ বলেছেন (১/৫৩২)
4. মুসলিম (২৬৫৪), তিরমিযী (৩৫২২) এটাক হাসান বলেছেন
5. আহমদ (৬/১৩৪), ইবনে মাজাহ (২/১২৬৪),

জামে' সাগীরে আলবানী সহীহ বলেছেন (১/২৭৪)

6 তিরমিযী (৩৫২৪), সুনানে কুবরা নাসায়ী (৯/২১২), জামে' সাগীরে আলবানী সহীহ বলেছেন (৫৮২০-১৯১৩)

7 আহমদ (৪৩১৮), ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনুল কাইয়্যিম সহীহ বলেছেন, দেখুন শিফাউল আলীল পৃ. (২৭৪)

8 ইবনে হিব্বান (৯৭৪), আলবানী সিলসিলা সাহীহাতে সহীহ বলেছেন (২৮৮৬)

9 মুসলিম (২৭২১), শাইখ সাদী র. দুআটি প্রসঙ্গে বলেছেন এটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী দুআ তাতে দুআ ও আখিরাত উভয় জাহানের সমৃদ্ধি রয়েছে। পৃ. (২০৫)

10 মুসলিম (২৭২৫)

11 মুসলিম (২৭২০)

12 তিরমিযী (৩৫১৩), হাসান সহীহ বলেছেন

13 তিরমিযী (৩৫০২), নাসায়ীর সুনানে কুবরা (১০১৬১), জামে' সহীহতে আলবানী হাসান বলেছেন (১২৬৮)

14 তিরমিযী এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

15 আহমদ (২২১০৯), তিরমিযী (৩২৩৫), হাসান সহীহ বলেছেন

16 তাবারানীর মুজাম কাবীর (৭১৩৫), সিলসিলা সাহীহাতে আলবানী 'জাইয়েদ' বলেছেন।

17 আহমদ (১৭১৮), আবু দাউদ (১৪২৫), মিশকাতুল মাসাবীহের তাখরীজে আলবানী সহীহ বলেছেন (১২৭৩)

18 আহমদ (১৮৩২৫), নাসায়ী (১৩০৫), সহীহুল জামে' তে আলবানী সহীহ বলেছেন (১৩০১)

19 আবু দাউদ (৫০৭৪), বুখারীর আদাবুল মুফরাদ (১২০০) আলবানী সহীহ বলেছেন (৯১২)

চার: নবীজীর ইসতিআযার হাদীসের তাখরীজ

1. মুসলিম (২৭১৬), সুনানে নাসায়ী (৫৫২৪)
2. বুখারীর আদাবুল মুফরাদ (৭১৬), সহীহুল জামে' সগীরে আলবানী সহীহ বলেছেন (১/৬৯৪)
3. মুসলিম (২৭৩৯)
4. তিরমিযী (৩৫৯১), কাবীর তাবারানী (৩৬), সহীহুল জামে' তে আলবানী সহীহ বলেছেন (১/২৭৮)
5. বুখারী (৬৬১৬), মুসলিম (২৭০৭)
6. মুসলিম (২৭২২)
7. বুখারী (২৮৯৩), মুসলিম (২৭০৬)
8. আবু দাউদ (১৫৫১), তিরমিযী (৩৪৯২), সহীহুল জামে' তে আলবানী সহীহ বলেছেন (২/৮১১)
9. বুখারী (৬৩৭৬), মুসলিম (৫৮৯)
10. মুসলিম (২৭১৭)
11. আবু দাউদ (১৫৫৪), নাসায়ী (৫৪৯৩), সহীহুল

জামে' তে আলবানী সহীহ বলেছেন (১/২৭৫)

12 মুজামুল কাবীর তাবারানী (৮১০), সহীহুল জামে' তে আলবানী সহীহ বলেছেন (১২৯৯)

13 আহমদ (২৬৬৭), মুসলিম (২৮৬৭)

পাঁচ: রুকইয়ার হাদীসের তাখরীজ

1 বুখারী (৫৭৪৯), মুসলিম (২২০১), তিরমিযী (২০৬৩) নবীজী ৭ বার সূরা ফাতিয়া দিয়ে রুকইয়া করেছেন।

2 মুসলিম (৮১০) এখানে বলা হয়েছে এটি কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত, বুখারীতে এসেছে (২৩১১) এটা শয়তান থেকে হেফাজত করে।

3 বুখারী (৫৭৩৫) (৫৭৪৮), মুসলিম (২১৯২)

4 বুখারী (৫৭৪২), (৫৭৪৩)

5 বুখারী (৫৭৪৫, ৫৭৪৬), মুসলিম (২১৯৪)। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য ইমাম নববীর মুসলিমের শরাহ দেখুন (১৪/১৮৪)

6 মুসলিম (২২০২)

7 বুখারী (৩৩৭১)

8 মুসলিম (২৯০৭)

9 আবু দাউদ (৫০৮৮), ইবনে মাজাহ (৩৮৬৯), মিশকাতুল মাসাবীহের তাখরীজে আলবানী সহীহ বলেছেন (২৩৯১)

10 মুসলিম (২১৮৬)

11 আবু দাউদ (৩১০৬), তিরমিযী (২০৩৮), সহীহুত তারগীবে আলবানী সহীহ বলেছেন (৩৪৮০)

ছয়: সকাল-সন্ধ্যার দুআর হাদীসের তাখরীজ

1 আহমদ (৮৭১৯), ইবনে বায র. এটার সনদকে হাসান বলেছেন (তুহফাতুল আখইয়ার)

2 মুসলিম (২৭২৩)

3 বুখারী (৩৬০৬)

4 আবু দাউদ (৫০৬৮), তিরমিযী (৩৩৯১), ইবনে বায সহীহ বলেছেন।

5 আহমদ (৬৫৯৭), আবু দাঊদ (৫০৬৭), তিরমিযী (৩৫২৯), বুখারীর আদাবুল মুফরাদ, ইবনে বায সনদকে হাসান বলেছেন।

6 আহমদ (৪৪৬), তিরমিযী (১০১৭৯), হাসান সহীহ বলেছেন।

7 আহমদ (১৮৯৬৭), তিরমিযী (৩৩৮৯), ইবনে বায এর সনদকে হাসান বলেছেন।

8 আহমদ (৪৭৮৫), আবু দাঊদ (৫০৭৪), হাকেম সহীহ বলেছেন।

9 আহমদ (৭৮৯৮), তিরমিযী (৩৪৩৭), ইবনে বায হাসান বলেছেন।

10 আহমদ (২১১৪৪, ১৫৩৬৭), ইবনে বায সহীহ বলেছেন।

11 নাসায়ী (১০৪০৫), বাযযার (২/২৮২), সিলসিলা সহীহাতে আলবানী সহীহ বলেছেন (১/৪৪৯)

12 আবু দাঊদ (৫০৮১), যদিও এটা মাওকূফ হাদীস তথাপি মারফূ'র হুকুমে যেমনটা আলবানী বলেছেন। দেখুন (সিলসিলা সহীহা ১১/৪৪৯)



اقتداء العلمية الوقفية

ইকতিদা রিসার্চ ফাউন্ডেশন (ওয়াকফ)

আমরা নবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত এবং তাঁর দৈনন্দিন দুআ প্রচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

আপনার যোগাযোগের অপেক্ষায়:

০০৯৬৬৫০৩৩৬৬২২২

doa.eqtidaa.com

@eqtidaa1

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play